দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 13 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক

বিশ্বের ইতিহাসে এমন দীর্ঘতম গ্রন্থমেলার উদাহরণ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সদ্যসমাপ্ত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-এর বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার জন্য বাংলা একাডেমিতে গতকাল রোববার সকালে একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে এক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। এ বৈঠকে বক্তব্য উপস্থাপন ও মতামত প্রদান করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, লেখক-গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি ড. মুহাম্মদ সামাদ, বদিউদ্দিন নাজির, শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন, লেখক আহমাদ মাযহার, কবি তারিক সুজাত, সুভাষ সিংহ রায়, বাংলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, একাডেমির পরিচালকবৃন্দ– অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, শাহিদা খাতুন, মোবারক হোসেন, ড. হাসান কবীর, ডা. কেএম মুজাহিদুল ইসলাম, ড. মো. মিজানুর রহমান; গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি ২০১৭-এর সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রকাশক ওসমান গণি খান মাহবুব, দীপংকর দাশ, সাংবাদিক সালাম জুবায়ের, আসিফুর রহমান সাগর, দীপন নন্দী প্রমুখ। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. ইব্রাহীম হোসেন খান। বৈঠক সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিগত ৩ দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের জ্ঞানগত উৎকর্ষের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এমন দীর্ঘতম গ্রন্থমেলার উদাহরণ নেই। এটি শুধু এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

বিশ্বের ইতিহাসে এমন দীর্ঘতম

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বইয়ের বিপণনে সীমাবদ্ধ নেই; আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বৃহত্তর এক উৎসবেরও নাম অমর একুশে গ্রন্থমেলা। তারা বলেন, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭ সার্বিকভাবে সফল ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়েছে। তবে একে ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য এখন থেকেই পুনর্মূল্যায়ন এবং গবেষণা প্রয়োজন। মেলায় প্রকাশিত গ্রন্থের গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি পুস্তক-পাইরেসির মতো গর্হিত অপরাধের ব্যাপারেও কঠোর অবস্থান গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। বৈঠকে বক্তারা আরও বলেন, এবারের মেলায় নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল সন্তোষজনক। লেখক-পাঠক-প্রকাশক-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবার সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থমেলায় একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেছে।

শুধু গ্রন্থমেলাকেন্দ্রিক গ্রন্থ প্রকাশের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। বছরজুড়ে গ্রন্থ প্রকাশ এবং দেশের সর্বত্র গ্রন্থমেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রান্তের মানুষের কাছে বই সরবরাহ করতে হবে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি লেখক-প্রকাশক-পাঠক-সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং সর্বস্তরের গ্রন্থপ্রেমী মানুষের সহায়তায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজন করে আসছে। এবারের গ্রন্থমেলায় বিশেষ সংযোজন ছিল আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। এ আয়োজনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের মানুষের বিপুল গ্রন্থপ্রেম এবং আমাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গভীরতার সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হব বলে আশা করি।

সোমেন চন্দের হত্যাদিবসে উদীচীর পাঠচক্র : প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক, বিপ্লবী ও প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম উদ্যোক্তা সোমেন চন্দের হত্যাদিবস ছিল ৮ মার্চ। দিবসটি পালনে গতকাল রোববার পাঠচক্র আয়োজন করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। উদীচী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ পাঠচক্র শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়। উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সহ-সভাপতি বিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে পাঠচক্রে প্রধান আলোচক ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ। এ পাঠচক্রে অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ রচিত প্রবন্ধ 'সোমেনের গল্পে নিসর্গ' নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, সোমেন চন্দের জীবনের নানা দিক নিয়েও আলোচনা করেন বক্তারা। পাঠচক্রে অন্যদের মধ্যে উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সহ-সভাপতি নিবাস দে, অমিত রঞ্জন দে, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান এবং উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন অংশ নেন।

পাঠচক্রে বক্তারা বলেন, সোমন চন্দ ছিলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং মার্কসবাদী সাহিত্যিক। তিনি 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এ যোগ দেওয়া ছাড়াও মার্কসবাদী রাজনীতি ও সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম গণসাহিত্যের ওপর কাজ করেন সোমেন চন্দ। ১৯৪১ সালে তিনি প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিককে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ রাজধানীর লক্ষীবাজার এলাকায় ছুরিকাঘাতে হত্যা করে আততায়ীরা।